সংবাদ

তারিখ ... ১১ NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ...

হাবিপ্রবিতে ভর্তি পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়ম

জেলা বার্তা পরিবেশক, দিনাজপুর

দিনাজপুর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি)'র ২০১৭ সালের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় সব ইউনিটে ব্যাপক অনিয়ম এবং অসঙ্গতির অভিযোগ এনেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের খোদ শিক্ষকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক যিনি গাইড বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত তাকে ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সহযোগী সদস্য সচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তার দ্বারাই প্রশ্নপত্রসহ সংশ্লিষ্ট সব ধরনের গোপনীয় কাজ করানো হয়েছে। য়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পরিপন্থী। গতকাল সকালে দিনাজপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন হাবিপ্রবি'র প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ড. বলরাম রায়।

লিখিত বক্তব্যে ড. বলরাম রায় বলেন, গত ৫ নভেম্বর ২০১৭ হতে হাবিপ্রবি স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন প্রকার অসঙ্গতি পাওয়া যায়। যা আমরা জনস্বার্থে হাবিপ্রবি প্রশাসনকে লিখিতভাবে অবহিত করেছিলাম। কিন্তু প্রশাসন সেই লিখিত আবেদনটি কোনরূপ আমলে না নিয়েই তড়িঘড়ি করে ফলাফল প্রকাশ করে। ফলাফল প্রকাশের পূর্বে ভর্তি কমিটির সভায় ফলাফল উপস্থাপন করা হলে কয়েকজন সম্মানিত সদস্য প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের লিখিত অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে ফলাফল অধিকতর যাচাই বাছাই করে ফলাফল প্রকাশ করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সদস্যরা মতামতকে উপেক্ষা করে ফলাফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি অনুষদের মধ্যে চারটি অনুষদের সম্মানিত ডিনরা, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালকসহ উপাচার্য মহোদয় একজন ভর্তি কমিটির সদস্য Result Sheet-এ স্বাক্ষর করেনি। সদস্যদের ঐকমত্য ছাড়াই ফলাফল প্রকাশ হাবিপ্রবি'র একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। সর্বজন কর্তৃক গৃহীত না হওয়ার পরও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ফলাফল প্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়।

তিনি বলেন, ভর্তি পরীক্ষায় CI (বাণিজ্য) ইউনিটের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং OMR Sheet-এর sequence-এ যথেষ্ট গড়মিল ছিল। বেশকিছু ঈও (বাণিজ্য) ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা ঈ৩ (মানবিক ও বিজ্ঞান) প্রশ্নপত্রে নেয়া হয় যাতে বাণিজ্যের ছাত্রছাত্রীরা তাদের বাণিজ্য বিষয়সমূহে প্রশ্নপত্র পায়নি। এতে পরীক্ষার হলে বাণিজ্যের ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করলেও তা আমলে নেয়া হয়নি। ভর্তি পরীক্ষা কমিটির এ ধরনের চরম অব্যবস্থাপনায় অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী সঠিক ফলাফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

দিনাজপুরে আদিবাসীদের সম্মেলন

৩ দফা বাস্তবায়নের দাবী নিয়ে দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ কৃষক-কিষানী ও আদিবাসীদের জেলা সম্মেলন ২০১৭। গতকাল বেলা সাড়ে ১২টায় দিনাজপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন,কিষানী সভা ও আদিবাসী সমিতির আয়োজনে জেলা সম্মেলন ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি তারক চন্দ্র রায়ের সভায় সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (একাংশে)র সভাপতি বদরুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষক ফেডারেশন বাংলাদেশের (একাংশ) সভাপতি জায়েদ ইকবাল খান, সাংগঠনিক সম্পাদক স্বপন ভুইয়া, কিষানী সভার সাঃ সম্পাদক সাবিনা ইয়াসমিন,আদিবাসী সমিতির সভাপতি বিশ্বনাথ সিং ও সাঃ সম্পাদক অমলী কিসকু। আলোচনা শেষে সভায় পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখিত ৩টি সংগঠনের জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভায় বক্তারা সংগঠনের ৩টি দাবী বাস্তবায়নের জোর দাবী করেছেন। দাবীগুলো হচ্ছে ,নিত্য প্রয়োজনী দ্রব্যমুল্যের দাম কমানো,খাষজমিতে ভুমিহীনদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আলোচনা সভার পর্বে প্রেসক্লাব হতে র‍্যালী বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে। সম্মেলনে বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের দুইটি অংশ একীভুত হয়েছে।